এবার দেবার ঋতু

বাসুদেব দেব

এই দিকে তুমুল সংবাদ
অই দিকে বহতা জলের পাশে বটচ্ছায়া
শান্ত খেয়াঘাট
বুকে বুকে ধিকিধিকি পুরোনো আগুন
সেই সব সুখ দুঃখ জন্ম বিবাহ মৃত্যু
সংসারের মরিচ ও নুন

সামগ্রী সামান্য আজ মান্য শুধু
বৃষ্টি ভেজা হাওয়া
খরচের বেশি আজ চৌদ্দসিকে
পথে পড়ে পাওয়া
এবার দেবার ঋতু, ডাকে সেই শান্ত খেয়াঘাট
দুঃখী এক ডাকবাক্স পথে পড়ে থাকে
ঈশ্বর ছুঁয়েছে কার নশ্বর ললাট

পরম্পরা

নির্মল বসাক

শুকনো মাঠ পড়ে আছে মোহময় হ্রদের ওপারে—
গাছ উপড়ে শিকড়ে-বাকড়ে মূলে মৃতপ্রায়,
খোড়লে কি মাটি ছিলো কিছু, ছিলো কিছু জলের ঝাপটা!
তারই সুবাদে কোথা থেকে কোন বীজ পত্র বিস্তার করে,
সবুজাভা দোলে, দুলে উঠে দুর্বল কান্ডে ভর দিয়ে—

আলো দ্যাখো, বাতাস খাও, হাওয়ায় দোল, দুইপাতা -এক কুঁড়ি
ভুবন ভোলাও, উঠে এসো জীবনের পতাকা নেড়ে—
গান গেয়ে, সবার সম্মতি নিয়ে উর্ধ্বে ওঠো, বিস্তারে
হয়ে ওঠো বোধিদ্রুম; পিতামহ আশ্বাস দিচ্ছে, আশীর্বাদে
ধন্য করছে হে মাটির সন্তান— পরিশেষে কুশলবার্তা ছড়াও, ছড়াও...

শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে শুকনো কাঠ দুলিয়ে দিচ্ছে তোমার পতাকা।

এইখানে দাঁড়িয়েছি

বাসব চট্টোপাধ্যায়

কলকোলাহল ছেড়ে এইখানে দাঁড়িয়েছি
কিছু ঘাস কাছাকাছি আছে
বাঁপাশে দাঁড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া এক রুখুসুখু গাছ
পাতা তার অনেকটা ঝরে ঝরে গেছে
সামনে ছড়িয়ে আছে জলাশয় অনাদৃত
জল আছে জলের নিয়মে।
ওপারে ধূসর ঘাস—কিছু দূরে আগাছা জঙ্গল
উঁচু নিচু মুথা ঘাস, আরও দূরে সরষের ক্ষেত
ইচ্ছে হয় হেঁটে যাই ঐখানে আলপথ দিয়ে
চলে যাই নিরুদ্বেগে মাঠের ওপারে,
আখবন আরও কিছু দূরে
ধীরে ধীরে চলে যাই রহস্য ঘেরা সেই কুয়াশা-প্রান্তরে
যেখানে বনানীরেখা আবছা হয়ে মিশেছে আকাশে।
সাধ জাগে চলে যাই ধীরে ধীরে কুয়াশায়
হিজলের জলা হয়ে ডাহুকের দেশে।
জলাতে ঠান্ডা ওঠে, রোদ্দুর ম্রিয়মান হয়
তাড়া নেই ফিরবার, তাড়া নেই সময়ের
পৃথিবীটা শান্ত হয়ে আছে।
কোথাও হিংসা নেই, লোভ নেই—প্রজাপতি ওড়ে
দু একটা ঘাসফুলে খেলছে ফড়িং
জলেতে উঠছে ঘাই কোনও এক মীন যেন
মহানন্দে ঘোরে ফেরে আনমনে সহজ জীবনে।